মহেশপুর সীমান্তে মাদকদ্রব্য ও বাংলাদেশী নাগরিক আটক

ঝিণাইদহের মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি) এর অধীনস্থ নিমতলা বিওপি’র দায়িত্বপূর্ণ এলাকার মেইন পিলার-৭৪/২-এস হতে বুধবার বিকাল আনুমানিক ২.১৫ মিনিটের সময় সীমান্তের ৬০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে রাঙ্গেরপোতা গ্রামের মাঠের ভুট্টা ক্ষেতের মধ্যে হতে নায়েব সুবেদার মোঃ একরামুল হক এর নেতৃত্বে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে আসামী বিহীন ৩৬ বোতল ভারতীয় ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়।

অপরদিকে কুসুমপুর বিওপি’র দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সীমান্ত পিলার-৬১/১৬-আর হতে বুধবার সন্ধ্যা আনুমানিক ৭.৩৫ মিনিটের সময় ৩০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে চাপাতলা গ্রামের মোঃ রফিকুল ইসলাম এর গোলাপ বাগানের সামনে পাকা রাস্তার উপর নায়েব সুবেদার মোঃ আবুল হাসান খান এর নেতৃত্বে নিয়মিত টহল পরিচালনা করে বাংলাদেশী নাগরিক শিমুল মল্লিক (৪৭) নামের একজনকে আটক করে। আটককৃত ব্যক্তি চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার ডাবুয়া গ্রামের অরুন মল্লিকের ছেলে জানান।

মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি) সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, সিমান্তে পৃথক দুটি অভিযানে আসামীবিহীন ৩৬ বোতল ভারতীয় ফেন্সিডিল উদ্ধার ও বাংলাদেশী নাগরিক শিমুল মল্লিক নামের একজনকে আটক করা হয়। আটককৃত ব্যক্তিকে মহেশপুর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে যৌথ অভিযানে হেরোইন ও টাকাসহ আটক ৪

মেহেরপুরে সেনাবাহিনী, উপজেলা
প্রশাসন ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ
অধিদপ্তরের যৌথ অভিযানে হেরোইন
ও নগদ অর্থসহ চারজন মাদক
কারবারিকে আটক করা হয়েছে।

এ সময় তাদের কাছ থেকে মাদক কেনাবেচার ৫ লক্ষ ৬২ হাজার ৩২০ টাকা জব্দ করা হয়। রবিবার (৮ এপ্রিল) সকালে তাদের আটক করে যৌথবাহিনী।

আটকরা হলেন- সদর উপজেলার মল্লিক পাড়ার মৃত কিয়াম উদ্দিনের ছেলে মহির উদ্দিন (৫০), মিয়াপাড়ার শাহাদত হোসেন সাজুর ছেলে মোঃ চঞ্চল (৪২), চঞ্চলের স্ত্রী মোছাঃ সাবরিনা এবং মল্লিক পাড়ার মৃত আহম্মেদ আলীর মেয়ে চায়না (৪৫)।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলাম, সেনাবাহিনীর সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার সুরুজ্জামান এবং জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মিজানুর রহমান।

গাংনীতে হোমিও ডাক্তারের চেম্বার থেকে অ্যালকোহল উদ্ধার, ডাক্তার আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে হোমিও ডাক্তারের চেম্বার থেকে বিপুল পরিমাণের অ্যালকোহল উদ্ধার করা হয়েছে। এ সময় আটক করা হয় অভিযুক্ত ডাক্তারকে।

আটককৃত হোমিও ডাক্তার নিলুফার ইয়াসমিন উপজেলার গাঁড়াডোব গ্রামের মৃত হাফিজ উদ্দীনের মেয়ে। দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসার আড়ালে এলকোহল বিক্রির অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে।

মঙ্গলবার দুপুরে গাংনী যৌথ বাহিনীর মাদক বিরোধী ট্রান্সফোর্সের অভিযানে ১,১২২ বোতল অ্যালকোহল উদ্ধার করা হয়, যার বাজারমূল্য আনুমানিক ১ লাখ ৭০ হাজার টাকা।

যৌথবাহিনীর নেতৃত্বে অভিযান পরিচালনা করেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট প্রিতম সাহা।

অভিযান সূত্রে জানা যায়, গাংনী বাজারের জেলা পরিষদ মার্কেটের “হাফিজ হোমিও হল” থেকে অ্যালকোহল বিক্রির গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। পরে নিলুফার ইয়াসমিনের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তার নিজ বাড়ির রান্নাঘর ও পরিত্যক্ত খড়ির ঘর থেকে আরও বিপুল পরিমাণ অ্যালকোহল উদ্ধার করা হয়।

এ বিষয়ে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জানান, আটককৃত নিলুফার ইয়াসমিনের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করে তাকে থানায় হস্তান্তর করা হবে।

অভিযানকালে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মিজানুর রহমান, ২৭ আর্টিলারি রেজিমেন্টের ওয়ারেন্ট অফিসার ফারুক হোসেন এবং গাংনী থানার একটি টিম উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ৩৫ বোতল ফেনসিডিলসহ আটক ২

মেহেরপুর জেলা মাদকবিরোধী টাস্কফোর্সের অভিযানে ৩৫ বোতল ফেনসিডিলসহ খোরশেদ আলম ও মরিয়ম আক্তার নামের দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুর শহরের মল্লিকপাড়া এলাকার একটি বাড়ি থেকে তাদের আটক করা হয়। আটক খোরশেদ আলম মেহেরপুর পুরাতন মাঠপাড়ার ফকির মহম্মদের ছেলে এবং মরিয়ম আক্তার দিঘিরপাড়ার নাসির উদ্দিনের মেয়ে।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার

ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আবির হোসেনের নেতৃত্বে টাস্কফোর্সের একটি দল মল্লিকপাড়ায় খোরশেদ আলমের ভাড়া বাড়িতে অভিযান চালায়। এ সময় বাড়ি থেকে ৩৫ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয় এবং খোরশেদ আলম ও মরিয়ম আক্তারকে আটক করা হয়। এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

অভিযানে আরও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মিজানুর রহমান, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ২৭ ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্টের সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার জামাল হোসেন, এসআই রাশেদুজ্জামান প্রমুখ।

শৈলকুপায় গড়াই নদীর সেই কুমির আটক করলো গ্রামবাসী

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় গড়াই নদীর সেই আলোচিত কুমিরটি আটক করেছে স্থানীয়রা।

গতকাল বুধবার (১২ মার্চ) রাত ৯ টার দিকে উপজেলার হাকিমপুর সুবিদ্দাহ গোবিন্দপুর একটি বাড়ি থেকে কুমিরটিকে আটক করা হয়।

স্থানীয়রা জানায়, সুবিদ্দাহ গোবিন্দপুর গ্রামের একটি বাড়িতে গড়াই নদী থেকে উঠে আসে কুমিরটি। তখন এলাকাবাসী বিষয়টি জানতে পেরে মাছ শিকার করা জাল দিয়ে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে কুমিরটিকে। তাদের জালে আটকা পড়ে কুমিরটি। সকলে মিলে কুমিরটিকে রশি দিয়ে বেঁধে ব্যাটারিচালিত ভ্যানে করে এলাকায় ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়।

ওই এলাকার বাসিন্দা সোহাগ বলেন, হঠাৎ জানতে পারি আমাদের গড়াই নদীতে ভেসে বেড়ানো চারটি কুমিরের মধ্যে একটি কুমির লোকালয়ের একটি বাড়িতে উঠে এসেছে। আমরা সকলে মিলে কুমিরটিকে জাল দিয়ে আটক করেছি।

জেলা বন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. জাকির হোসেন কালের কণ্ঠকে বলেন, গড়াই নদীতে ভেসে বেড়ানো কুমিরটি রাতে একটি

বাড়িতে উঠে এলে স্থানীয়রা কুমিরটিকে আটক করে। খবর পেয়ে বন বিভাগের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। খুলনা থেকে আমাদের একটি টিম ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছেন। তারা পৌঁছে কুমিরটি উদ্ধার করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা শেষে উপযুক্ত স্থানে অবমুক্ত করবে।

মহেশপুর সীমান্তে আটক ২ বাংলাদেশীকে ফেরত দিল বিএসএফ

ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রবেশের সময় আটক দুই বাংলাদেশীকে ফেরত দিয়েছে ভারতীয় সীমান্তক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

গতকাল মঙ্গলবার (১১মার্চ) বিকালে ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার বাঘাডাংগা বিওপি, সুন্দরপুর কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাঁদের ফেরত দেওয়া হয়।

এরা হলেন, নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার ভুইগড় উত্তর পূর্ব পাড়া গ্রামের মৃত শ্রীদাম বিশ্বাসের ছেলে শ্রী শ্যামল কুমার ৯(৬৬) ও একই উপজেলার রঘুনাথপুর গ্রামের হরিদয়াল সরকারের ছেলে শ্রী রতন সরকার (৫৮)।

গতকাল মঙ্গলবার রাত ১২ টায় বিজিবির প্রেস বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যায়, হস্তান্তরের সময় বিএসএফ সদস্যরা জানিয়েছেন অবৈধভাবে ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রবেশের সময় দুইজনকে আটক করা হয়। পরে তাদের বাংলাদেশে ফেরত দেওয়ার জন্য বিজিবিকে আহব্বান জানায় বিএসএফ। জাতীয় পরিচয়পত্র যাচাই বাছাই করে বিএসএফের কাছ থেকে তাঁদের গ্রহণ করে বিজিবি।

পরে মঙ্গলবার রাতেই ২ জনকে মহেশপুর থানায় পুলিশের কাছে সোপর্দ করে। কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ে পতাকা বৈঠকে বিজিবির পক্ষে নেতৃত্ব দেন বাঘাডাংগা কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার আসাদুজ্জামান বিশ্বাস।

মেহেরপুরে দুই কেজি গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে সেনাবাহিনী

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার করমদি গ্রামে অভিযান চালিয়ে দুই কেজি গাঁজাসহ ওয়াসিম ওরফে মাগরিব নামে এক মাদক কারবারিকে আটক করেছে সেনাবাহিনী।

গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত ২টার দিকে করমদি গ্রামে তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়। পরে তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার ফুলবাড়িয়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে দুই কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

আটককৃত মাগরিব করমদি গ্রামের মৃত আব্দুল কুদ্দুসের ছেলে। তার বিরুদ্ধে গাংনীসহ বিভিন্ন থানায় একাধিক মাদক মামলা রয়েছে।

অভিযানে মেহেরপুর র্যাব ক্যাম্পের কমান্ডার এএসপি এনামুল হকসহ র্যাবের একটি দল অংশ নেন।

সেনাবাহিনী ক্যাম্প সূত্রে জানা গেছে, মেজর ফারহানের নেতৃত্বে ক্যাপ্টেন রিফাতসহ সেনাবাহিনীর একটি টিম করমদি গ্রামে মাগরিবের বাড়িতে অভিযান চালায়। এসময় তাকে আটক করে স্বীকারোক্তি অনুযায়ী কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার ফুলবাড়িয়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে দুই কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

বর্তমানে মাগরিবকে মেহেরপুর র্যাব ক্যাম্পে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রাখা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে মিরপুর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে তাকে হস্তান্তর করা হবে।

শৈলকুপার আলোচিত ট্রিপল মার্ডারের ঘটনায় দুই জনকে আটক

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি(জনযুদ্ধ)’র কমান্ডার হানিফসহ ৩ জনকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় জড়িত সন্দেহে দুইজনকে আটক করেছে র্যাব-৬।

গতকাল সোমবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) দিবাগত রাত সাড়ে ১০ টার দিকে জেলা শহরের সার্কিট হাউজ এলাকা এবং গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলার সোনাতলা এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলো-হরিণাকুন্ডু উপজেলার দৌলতপুর গ্রামের ছানোয়ার হোসেন ছনুর ছেলে আবু সাঈদ ও জোড়াপুকুরিয়া গ্রামের মৃত আনজের আলীর ছেলে আনারুল ইসলাম।

র্যাব-৬ ঝিনাইদহ ক্যাম্পের কমান্ডার মেজর নাঈম আহমেদ মঙ্গলবার সকালে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান, পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টির কমান্ডার হরিণাকুণ্ডুর আহাদনগর গ্রামের হানিফ, শ্রীরামপুর গ্রামের লিটন ও কুষ্টিয়ার পিয়ারপুর গ্রামের রাইসুল ইসলাম রাজু হত্যার ঘটনায় সোমবার নিহত হানিফের ভাই সাজেদুল ইসলাম ইসা বাদী হয়ে শৈলকুপা থানায় অজ্ঞাতনামা ১৫ থেকে ২০ জনের বিরুদ্ধে মামলা করে।

ট্রিপল মার্ডারের ঘটনায় মামলা দায়ের করা হলে রাতেই আসামী ধরতে অভিযান শুরু করে র্যাব-৬। তারই ধারাবাহিকতায় জেলা শহরের সার্কিট হাউজ সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে আবু সাঈদকে আটক করা হয়। ঠিক একই সময় র্যাবের পৃথক দল গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলার সোনাতলা এলাকা থেকে আনারুল ইসলামকে আটক করা হয়। তাদের দুৃই জনকে শৈলকুপা থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। এরা হত্যার ঘটনায় জড়িত ছিল বলে প্রাথমিক ভাবে ধারনা করা হচ্ছে। পরবর্তিতে জিজ্ঞাসাবাদে বিস্তারিত জানা যাবে।

উল্লেখ্য, গত ২১ ফেব্রুয়ারী রাতে শৈলকুপা উপজেলার রামচন্দ্রপুর গ্রামের শ^শানঘাট এলাকায় গুলিবিদ্ধ হয়ে হত্যাকান্ডের শিকার হয় পুর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টির আঞ্চলিক কমান্ডার হরিণাকুণ্ডুর আহাদনগর গ্রামের হানিফ, তার শ্যালক শ্রীরামপুর গ্রামের লিটন ও কুষ্টিায়ার পিয়ারপুরের রাইসুল ইসলাম রাজু। এই ৩ হত্যাকান্ডের দায়

স্বীকার করেন জাসদ গণবাহিনী পরিচয়ে জনৈক কালু। তিনি ওই রাতেই গণমাধ্যম কর্মীদের হোয়াটসঅ্যাপে ক্ষুদে বার্তা পাঠান।

কালীগঞ্জে বোরখা পরিহিত এক ব্যক্তি দেশীয় অস্ত্রসহ আটক

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার বারবাজার এলাকা থেকে বোরখা পরিহিত জালাল উদ্দিন (৫৬) নামে এক ব্যক্তিকে দেশীয় অস্ত্রসহ আটক করেছে ডিবি পুলিশ। এ সময় তার কাছ থেকে একটি ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে।

সোমবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে বারবাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে থেকে তাকে আটক করা হয়। আটক জালাল উদ্দিন যশোর জেলার কোতয়ালী থানার আন্দুলপোতা গ্রামের আব্দুর রশিদের ছেলে। সে যশোরের লেবুতলা ইউনিয়ন পরিষদের আওয়ামী লীগের সাবেক চেয়ারম্যান মিলন হোসেনের চাচা।

স্থানীয়রা জানান, সোমবার দুপুরে কালো রঙের বোরখা পরে বারবাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে ঘোরাঘুরি করছিল একজন অচেনা ব্যক্তি। এ সময় তার চলাফেরায় সন্দেহ মনে হলে স্থানীয়রা তাকে আটক করে। পরে তার কাছ থেকে একটি ধারালো ছোরা উদ্ধার করা হয়। পরে পুলিশ এসে তাকে আটক করে। তার বিরুদ্ধে এলাকায় চাঁদাবাজির অভিযোগ রয়েছে।

কালীগঞ্জ বারবাজার পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই জাকারিয়া মাছুূদ বলেন, স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে বোরখা পরিহিত অবস্থায় তাকে আটক করা হয়। এ সময় তার কাছ থেকে একটি ছোরা উদ্ধার করা হয়েছে।

তার বিরুদ্ধে কোন মামলা আছে কিনা তা যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে বলে জানান পুলিশ।

কোটচাঁদপুরে দুই যুবলীগ নেতা আটক

কোটচাঁদপুরে অপারেশন ডেভিল হান্টে যুব লীগের দুই নেতা পুলিশের হাতে আটক হয়েছে।

রবিবার দুপুরে তাদেরকে আটক করা হয়। পরে ওই দুজনকে কালিগঞ্জ থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কবির হোসেন মাতুব্বর।

পারিবারিক সুত্রে জানা যায়, রবিবার দুপুরে আব্দুল মালেক (৫৩) সাবদারপুর বাজার থেকে দয়ারামপুরে বাড়িতে ফিরছিলেন। এ সময় লক্ষিপুর পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) লুৎফর রহমান তাকে আটক করেন। আব্দুল মালেক দয়ারামপুর গ্রামের মৃত তাহাজ্জেদ বিশ্বাসের ছেলে। তিনি দোড়া ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি ছিলেন।

অন্যদিকে বাবুল আহম্মেদ(৫০) কে আটক করেছেন স্থানীয় লক্ষিপুর বাজার থেকে। তিনি ওই গ্রামের শাখায়াত হোসেনের ছেলে। সে দোড়া ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন বলে দলীয় সুত্রে জানা গেছে।

লক্ষিপুর পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) লুৎফর রহমান বলেন, আটকৃতরা হলেন দোড়া ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি / সাধারণ সম্পাদক। এদের মধ্যে আব্দুল মালেককে দয়ারামপুর বাজারের পাশ থেকে ও বাবুল আহম্মেদকে লক্ষিপুর বাজার থেকে আটক করা হয়।

কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন মাতুব্বর বলেন, তাদেরকে আটক করে কালীগঞ্জ থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। কারণ এ থানায় ওই সংক্রান্ত কোন মামলা নাই।